বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান
স্থান ঃ বারডেম অডিটোরিয়াম, ঢাকা
সময়ঃ ৩০ জানুয়ারী ২০০৮

মাননীয় সভাপতি এবং উপস্থিত সূধীমন্ডলী
আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল ,

আপনাদের আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি । আমি মনে করি এই অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে আপনারা শুধু আমাকেই সম্মানিত করছেন না বরং জাতিসংঘভুক্ত সকল জনগন ও জনগোষ্ঠিকে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতিকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। একই সাথে আমি বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মরহুম ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহীম-এর স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা । ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহীম ছিলেন মানবতাবাদী । বাংলাদেশের অগণিত জনগনের জন্য তিনি যে অবদান রেখেছিলেন- এই বারডেম এবং বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি - তা অনস্বীকার্য । তাঁর এই সৃষ্টি এবং কর্মকান্ড মানব কল্যাণে আরো বিস্তৃত করার জন্য বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির বর্তমান সভাপতিকে আমি আমার অভিনন্দন জানাই । আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতিসংঘ মানব কল্যাণ সাধনের জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাকেও স্বীকৃতি দেয়া হলো ।

জাতিসংঘ কর্তৃক ১৪ নভেম্বর-কে 'আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস দিবস' হিসেবে ঘোষণার পিছনে বাংলাদেশ ডায়বেটিক সমিতির অবদান অনস্বীকার্য । বিগত ২০০০ সালের ২০ ডিসেম্বর বুধবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশের প্রস্তাব অনুমোদন করে এ দিবসটিকে আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই দিনটি জাতিসংঘে বাংলাদেশের কূটনীতির একটি মাইলফলক । আমার মনে পড়ে সে দিনটির কথা যখন প্রফেসর ডাঃ এ কে আজাদ খান, ডাঃ কিশোয়ার আজাদ এবং প্রফেসর হাজেরা মাহতাব এবং আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিক ফেডারেশনের সভাপতি প্রফেসর মার্টিন সিলিঙ্ক ২০০৬ সালের মে মাসে নিউ ইয়র্কে আমার সাথে দেখা করেন । তখন আমি নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত । প্রফেসর আজাদ খান-এর আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস দিবস প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব শোনামাত্র আমি এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি । যদিও আমি জানতাম এ কাজে সফল হওয়া অত্যন্ত দুরুহ হবে কারণ সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা ঐ

মুহূর্তে যথেষ্ট কঠিন ছিল । জাতিসংঘ তখন জাতিসংঘের সংস্কার বিষয়ক নীতিমালা নির্ধারণে ব্যস্ত । কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস দিবস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশ মানব কল্যান সাধনে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সামনে বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকার বিশেষ স্বাক্ষর রাখতে পারবে । আমরা বিশ্বাস করি একটি ব্যাধিহীন , দারিদ্রমুক্ত এবং শান্তিপূর্ণ, বিশ্বে দায়িত্বপূর্ণ সমাজ গঠনে জাতিসংঘ একটি কার্যকরী প্রভাবক । উন্নয়নের এই সহজ দর্শন এবং অবিসংবাদিত যুক্তি জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে এ কাজে প্রনোদিত করার গুরুদায়িত্ব পালনে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

ডায়াবেটিস একটি **নিঃশব্দ ঘাতক** । বিশ্বব্যাপী সতের কোটি (একশত সত্তর মিলিয়ন) লোক ডায়াবেটিস -এ আক্রান্ত । আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে এ সংখ্যা দ্বিগুন হবে । এর মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় ৮৩,১৪,১৪৫ জন এই রোগে আক্রান্ত ।এই আজীবন দীর্ঘস্থায়ী রোগ আক্রান্ত ব্যাক্তি ও তার পরিবার প্রভূত আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হয় । বিশেষতঃ স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য এটা এখন বোঝা হিসেবে প্রমানিত হয়েছে । এর মধ্যে আমাদের অঞ্চলের অবস্থা সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্থ। দক্ষিন এশিয়াতে গড় পারিবারিক আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ ডায়বেটিস রোগের চিকিৎসায় ব্যয় হয়। দক্ষিন এশিয়ায় সল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ সমূহের উন্নয়নের এই ব্যয় একটি বিশাল বাধা ।এ প্রেক্ষিতে আমি এবং নিউ ইয়র্কস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ এ কঠিন চ্যালেঞ্জ হাতে নেই । এ শুধু আমাদের নয়, বিশ্ব মানব সম্প্রদায়ের সৌভাগ্য যে আমরা সফল হয়েছি ।

কিন্তু কাজটা হাতে নেয়ার পর আমাদের সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল একটা খসড়া রেজুলেশন তৈরি করা । জাতিসংঘ ইতোপূর্বে কোন অসংক্রামক ব্যাধির উপর কোন আন্তর্জাতিক দিবস ঘোষণা করেনি। বহু উন্নত সদস্যরাষ্ট্র আশংকা করেছিল যে, এরকম একটি দিবস ঘোষিত হলে ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রচুর অসংক্রামক ব্যাধির দিবস ঘোষণার অনুরোধ আসতে পারে । ফলে এ ধরনের আন্তর্জাতিক দিবসের তাৎপর্য্য স্খলিত হবে । এ ক্ষেত্রে উন্নত দেশসমূহের অভিপ্রায় ছিল যে, বিষয়টি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া । অপরপক্ষে উন্নয়নশীল দেশসমূহ, বিশেষত আফ্রিকা মহাদেশের দেশসমূহ মনে করেছিল যে, ডায়বেটিস-এর মতো একটি ব্যাধিকে এরকম অগ্রাধিকার দিলে তা এইডস, ম্যালেরিয়া এবং যক্ষার মতো মারণব্যাধিসমূহের গুরুত্ব কমিয়ে দিবে । ফলতঃ আমরা যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশী বাধার সম্মুখীন হয়েছিলাম ।   তথাপি আমাদের লক্ষ্য থেকে আমরা বিচ্যুত হইনি ।

বাংলাদেশের এই প্রচেষ্টায় অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্থায়ী প্রতিনিধি হিসাবে আমাকে তীব্র কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে । আমরা বাস্তবতার ভিত্তিতে থেকে আমাদের যুক্তি দাড় করিয়েছিলাম । এ বিষয়টি নিয়ে আমরা বিভিন্ন দেশের সাথে বহু দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় মিলিত হয়েছিলাম । আমরা জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, বিষয়টি সার্বজনীন সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত এবং জাতিসংঘের একটি রেজুলেশন ডায়াবেটিস রোগের বিষয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি এবং সচেতনতা তৈরি করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে কোন কার্যক্রমের চেয়ে অনেক বেশী অবদান রাখবে । এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশন এবং বিভিন্ন দেশের ডায়াবেটিস এ্যাসোসিয়েশন সমূহ আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে নিজ নিজ দেশে জনমত গঠনে বিশেষ সহায়তা করে । ২০০৬-এর জুন মাসের পরে মাত্র ৬ মাসের মধ্যে আমরা বিশ্বব্যাপী প্রচারণা ও জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলাম । অবশেষে ১৯২ টি সদস্যরাষ্ট্রের সর্বসম্মতিক্রমে ১৪ নভেম্বরকে আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস দিবস হিসেবে ঘোষণা করে ২০ ডিসেম্বর ২০০৬ সালে জাতিসংঘ রেজুলেশন এ/৬১/২২৫ গৃহীত হয় । আজ এখানে দাঁড়িয়ে আমি গর্ব বোধ করছি এই কারনে যে, এই রেজুলেশনটি গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছি । আমাদের এই সফলতা প্রমান করে যে কোন সুকর্ম প্রতিষ্ঠায় একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও সততার সাথে কাজ করে গেলে তা সফল হবেই ।

পরিশেষে, আমি পুনরায় আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতি এবং প্রফেসর এ কে আজাদ খানকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি ।

আল্লাহ হাফেজ ।